18

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মাদারিপুরের বিদ্যালয়গুলোতে অন্তহীন সমস্যা ।। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে

।। সাজ্জাদ হোসেন সবুজ ।।

মাদারীপুর, ৯ই জুন।– জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষক সংকট, আসবাব–পত্রের অভাব এবং অভিভাবকদের আর্থিক দুরবস্থাসহ বিভিন্ন কারণে মাদারীপুর সদর থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১৫টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত মাদারীপুর সদর থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে ১৫০টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৪টি এবং রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬টি। ৪০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী বর্তমানে এসকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। ১২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এখনও পাকা করা হয়নি। প্রায় ৩৫টি বিদ্যালয়ের ভিটি এখনও কাঁচা। ফলে বর্ষা মৌসুমে উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদেরকে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মহিষেরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন কয়েক বছর আগে নদীতে বিলীন হয়ে গেলেও অদ্যাবধি বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। ফলে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে গাছতলায় বসে ক্লাস করছে। চর হোগলাপাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝড়ে বিধ্বস্ত হলেও সেটি আজ পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে একটি ছাপড়া ঘরে ক্লাস করছে। দক্ষিণ বিরঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি পাকা হলেও অত্যন্ত জরাজীর্ণ। ভবনের ছাদ ধসে পড়ে যেকোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পৌর এলাকার পৌরসভা সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রিজিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন দোতলা করা প্রয়োজন। সদর থানার প্রায় ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাল সংযোগ রাস্তা নেই। ফলে বর্ষা মৌসুমে ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কুলে যেতে–আসতে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযোগ রাস্তা থাকলেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে বেশিরভাগ সড়কের অবস্থাই অত্যন্ত নাজুক।

সদর থানার কমপক্ষে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই আসবাবপত্রের তীব্র সংকট রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে মাটিতে বসে ক্লাস করতে হয়। অনেক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় চেয়ার–টেবিল, আলমারি, ব্লাকবোর্ড নেই। প্রায় ৩০টি বিদ্যালয়ে বর্তমানে কোন নলকূপ নেই। আবার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপ দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বর্তমানে নলকূপ নেই। অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেটিন থাকলেও সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের লেটিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

মাদারীপুর সদর থানায় বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকের ১৩টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৮টি পদ রয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক না থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে সদর থানার আওতাধীন বেশকিছু স্কুলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রত্যন্ত এলাকার অনেক স্কুলের শিক্ষক তাদের খেয়াল খুশিমত স্কুলে আসেন আর যান বলে অভিযোগে প্রকাশ।

এদিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও সদর থানায় কয়েক হাজার শিশু বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়েছে বলে জানা গেছে। অভিভাবকদের আর্থিক দুরবস্থা, অনীহা এবং অসচেতনতার কারণে সদর থানা এলাকায় বিপুলসংখ্যক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।